

DHAKA COURIER

31 July 1998 Vol. 15 Issue 1

ART

AN INDEPENDENT NEWS WEEKLY

The Burgeoning Brush

Shilpangan's Third Young artists' Group Exhibition

By IMRAN FERDOUS

The "Third Young Artists Group Exhibition", organized by Shilpangan - a contemporary art gallery, concluded in the city recently. A total of 95 promising young artists of the country participated in this 11-day exhibition.

On display, for the connoisseurs, some 100 art works which include painting, drawing, etching, woodcarving and sculptor, depicted the artists' deep emotion and strong commitment to the fine arts. All the participating artists were at least fine arts graduate and aged below 35 years.

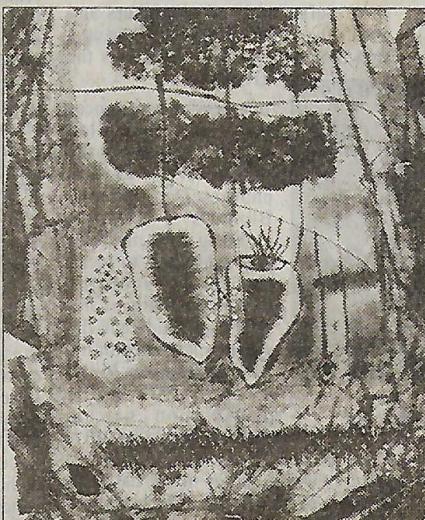
A panel of juries, comprising of four renowned and senior artists of the country, adjudged the three 'Best Prizes' and three 'Special Prizes' for this annual show. The best prize includes Taka 10,000 cash, a crest and a certificate while the Special prize includes Taka 5000/- cash, a crest and a certificate.

The best prize winners were, Ahmed Nazir, Nasima Haq Mim and Abdus Salam. The special prizes were given to Abdus Sobhan, Farzana Islam Milki and Bipul Shah.

In this exhibition, the young painters used water colour, oil, acrylic, mixmedia, graphic print,

clay, metal and wood for creating their art works. Some of the artists work in big canvases to vent their feelings in a wider area while some do work in miniature form.

The eternal relation between man and woman, pristine beauty of bountiful nature, different state of human minds - love, joy, bliss, sorrow and inner thoughts of the



young painters have come up as subjects in this exposition. Copy of Mughal painting and painting based on independence war were also exhibited in the show.

The artists, through their creative works, have shown their quest for excellence. They attempted to do experiments with paint and brush. Abstract works with elements of

surrealism got prominence in the exhibition. They also portrayed their mastery over oriental and folk art.

Mohammed Iqbal's painting 'Nomadic Life' and Ahmed Nazir's 'Dream-Lit Ray' caught the attention of serious connoisseurs for those delicate brushwork and textures. Farzana Islam Milki's metal work 'At Leisure' and Farhana Islam Mitu's wood carving 'composition' received well appreciation from the viewers. Sense of proportion and aesthetic form marked these three dimensional art pieces.

The 'Bird-seller', a water colour by Arifuzzaman Litu, was really a feast of eye. Realistic form and uses of bright and contrast colour made this painting a unique eye-catching composition.

'Birangana' eloquently spoke of the eternal triumph of liberty.

Amongst the participants, Mohammed Iqbal, Ahmed Nazir, Abdus Salam, Miratul Fatima Raka, Sunil Ranjan Howlader, Shamsul Islam Azad, Bipul Shah and Minhaj Uddin Cornel have already boldly announced their arrival in the field of local fine arts through holding solo art exhibitions.

Since its inception in 1992, Shilpangan has been playing an important role in the development of fine arts in our country and in making the world class works of internationally reputed artist accessible to the art-loving people of Bangladesh.

The gallery - has also been endeavouring to discover the young talents in arts and crafts and share the jolly of such discovery with the perceptive viewers. DC

দৈনিক ইচ্ছাক

ঢাকা ৮ শনিবার, ২৭শে আষাঢ়, ১৪০৫ □ Saturday, 11 July, 1998

(৩)

এক বাঁক তরুণের দৃষ্টিন্দন চিত্র প্রদর্শনী



ব শিল্পাদন আট গ্যালারীতে তরুণ শিল্পীদের ১০ দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী উক্ত হইয়াছে

রেজানুর রহমান ॥ একবাঁক তরুণ শিল্পীর চিত্রকর্মের দৃষ্টিন্দন চিত্র প্রদর্শনী উক্ত হইয়াছে নগরীর শিল্পাদন নামের আট গ্যালারীতে। তরুণ শিল্পীদের জন্য শিল্পাঙ্গনের ইহা ডাটার আয়োজন। গতকাল (উক্তব্যের বিকালে অনন্দমুখের পরিবেশে ১০ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর আনন্দনিক উভোধন করেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান। কাইরুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে রাফিকুল্লাহী, ফয়েজ আহমদ, কয়ারের কর্মকর্তা আলী রেজা গ্রন্থ বক্তা করেন।

প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, শিল্পাদন আয়োজিত এই প্রদর্শনী তরুণদের অবশ্যই উন্মুক্ত করিবে। প্রদর্শনীতে মোট ১৫ জন বৃন্দি শিল্পীর ৱৃষ্টি চিত্রকর্ম ও ভাস্তু স্থান পাইয়াছে। এই প্রদর্শনীর জন্য তরুণ চিত্রশিল্পীদের নিকট হইতে ইতিপূর্বে (১শে পৃষ্ঠার ২-এর কং দ্রঃ)

চিত্র প্রদর্শনী (পৃষ্ঠা ২-এর)

চিত্রকর্ম আহরণ করা হইয়াছিল। একটি জরী করিটির মাধ্যমে ১৫ জন শিল্পীর চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর জন্য বাছাই করা হয়। ইহার মধ্য হইতে ৩ জনকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং ৩ জনকে বিশেষ সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্তরা ইহিলেন ৩ আহমেদ নাজির, আব্দুস সালাম ও নাসিমা হক মিষ্ট। বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্তরা ইহিলেন ৩ আব্দুস সোবহান হীরা, ফারজানা ইসলাম মিষ্টি ও বিপুল শাহ।

উরোধ, প্রদর্শনী একনাগাড়ে ২০শে জুনাই পর্যন্ত চলিবে। প্রতিদিন সকা঳ ১০টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পকর্মের সঙ্গসারণ এবং বিদেশে সহজেই উক শিল্প লাভের পথ প্রশংসন ও উন্মুক্ত হইয়াছে। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। শিল্পজন আয়োজিত তরুণদের এই চিত্র প্রদর্শনীতে দেশপ্রেম ও সাধারণ জনতাবনের চিত্র অবলোকন করিতে পারিবেন দর্শক।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী তরুণ চিত্রশিল্পীরা ইহিলেন ৩ সায়াম ফেরদৌস শাওল, এম এ রাজাক, মোহাম্মদ মজিবুল হক, ফিরোজ মাহমদ, ফাহিমদা আকতা, আহমেদ নাজির, বিপুল শাহ, সাফিন পের, রাশেদুল হুদা, অনন্দি বৈরাগী, হালিমুল ইসলাম খোকন, জাহিদুল ইসলাম, শব্দরো রায় চৌধুরী, সমজীব দাস অপু, শহীন সেহানা, ময়নুল ইসলাম পল, মাকসুদুর রহমান, মিরবাতল ফাতিমা, হাসিনা আকতা ও শুভা, আকর্ফ ইকবাল, রোকনুজ্জামান বাবু, শেখ মেহেদী কামাল, দীপক কুমার দাস, আমিনুল হাসান, সেতারা এলিন, সুমনা হক, মাহবুবুর রহমান, দেওয়ান মিজান, শামীম আরা, মোহাম্মদ ইকবাল প্রমুখ।

শিল্পকলা
জগতে

শতশিল্পীর জীবনোৰ্জন

■ আমিনুর রহমান ■

১০ জুলাই ১৯৯৮ □ দৈনিক ইতেফাক ১৯

আজ থেকে কৃষি হয়েছে শিল্পসন্ন আয়োজিত
ভূটান নদীন শিল্পদের শিল্প অন্বেশন।
সেই ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশ শিল্পসন্ন তাদের
কাছে পরিষিক বিত্ত করে চলে। গুলামীতে
নিয়মিত এন্দোপার পশ্চাপাশ দেশের প্রধান শিল্পদের
অন্বেশন, এমনকি পুরুষী বিষয় পিকাসো, সালতানুর
দানার জীবন পদ্ধতি হয়েছে। বাংলাদেশের মানবকে
শিল্পসন্ন আনন্দকানন শিল্প সততেন করেছে সেইসহ
মেই। পিকাসোকে বাংলাদেশের সাধারণ মানবকে
কাছে থেকে দুর্বলও সুনেও করে দিয়েছে এই
গুলামী। শিল্পসন্নের ধৰ্ম করেছে আহমেদ
জানেন “অনেকে তারে বাংলাদেশ হবি শুধু
বিদেশীরাই বেশী বেনে। আমাদের অভিজ্ঞতা শিল্প।

শতকরা ৯৫-৯৮ ভাগ
ছবি বাংলাদেশীরাই
কেনে।” তিনি আরো
বলেন “আগুন ভূময়
বর্তমানে ছবির দৃশ্য
এবং ক্রেতা উত্তরে
বহুবাহী রয়েছে।
এখন আমাদের উচিত
বাংলাদেশের চৈত্রে
হানে মেমন চৈত্রাম্

জাশাহী, সিলেট, পাবনা
ইত্যাদি জায়গার গ্যালাক্সির শাখা অথবা হান্দশীনী
বাবুয়া কাজে এতে পোতা বাংলাদেশের মানুষের
শিল্প চেতনা, শিল্পদের বৃক্ষ পাবে।”
এই ভূটানের মতো শিল্পসন্ন আয়োজিত করেছে
নদীন শিল্পদের শিল্প প্রদর্শনীর। বাছাই করে
গুলামী জন শিল্পীর প্রকৃতির প্রদর্শনী হাতে
পেয়েছে। তেব্রে, ভূটান, ভাস্কুল বিভিন্ন
মাধ্যমের কাজ। শিল্পসন্ন এখন মাঝ কেকে ৬ জন
শিল্পীকে প্রত্যক্ষ করে আজ। পিনট প্রেস্ট এবং
তিনি বিশেষ পুরুষক। বরেবা শিল্পী মোহামেন
কিবুরিয়া নেতৃত্বে চাত সদস্যের জীব বোর্ড কৌইয়ুম
স্টাফুলী, বাফুলুন নদী, হামিদুজ্জামান। এই প্রেস্ট
শিল্পদের নির্মাণিত করবান।

শিল্পসন্ন আট গ্যালাক্সি অথবা বন্ধুর ঘুরে ঘুরে
শিল্পদের কাজ দেখাইলাম, কাজগুলো ত্বরণ দেনালো
টাঙ্গানা হননি। ত্বরণ আমার কেবলি নয় হাজিল আর
বাবু বেশী সেৱা নেই। বাংলাদেশের শিল্পদের
(সমাপ্তিগত অর্থে) অন্তর্ভুক্তি মানে পেছনাই।
অনেকেই শিল্পীর নির্ধারিত মানে পেছনে গেছে। রাজের
ব্যবহার সশ্রেষ্ঠ সচেতন হয়েছে।
এটি অথবা একেবার মাধ্যমে করা অনিদৃ সুন্দর
একাধিক কাজের সকলের মেলে এ পদ্ধতিমূলক।

ভূটানেও উত্তমানে, কেবলি মানে হয়েছে
বিশ্বায়ত বাংলাদেশের শিল্পী মানুষের ইচ্ছা এবং
শহীদ করিবাকে। বাংলাদেশে এই শিল্পীদের প্রশংসনী
প্রবলভাবে আলোচিত করে নবীনের এটা সহজেই
বোঝা যায়। নবীন শিল্পীরা মেলে উত্তোলনে আপন
সত্ত্ব নিজের আঙ্গুল। এ মেলে হাতুর কাজের পরশ।
নবীন শিল্পদের এই নতুন ভূলুব সকলে এগিয়ে
যাওয়ায়, এবলভাৱে বাধ্য দেখা পুরুষীতে হিনে হেতু
ইতে করে জৰুৰতে কাজে প্রয়োগ কৰে উত্তোলন
এই পচানৰই জন শিল্পী নিজেদের পুরুষীকে উত্তোলন
করেন ব্যেপৰে কাজ যায়। এ পুরুষী হাতে হোয়া যায়
ন। অন্তর্ভুক্তি কাজ যায়। মাঝ।

জাবন এবং সময়ের ক্রিক্রকা! শিল্পীদের আবেদন

সোবাহনের এটি
এক্রায়ান্ত মাধ্যমে কাজটি
অন্বেশন দেখা কাজগুলোর
অন্বেশন। বাংলাদেশের
একাজটি নবীন পুরুষীর হাত
এত নিপুণ হতে পারে
অঙ্গে জন ইল না।
কাজে এবং বাদামী রঞ্জে
এই এটং জাবন এবং
সময়কে এক সুতে
পেয়েছে। আবেদুন
সোবাহনে ড্রাই পেটে
যিয়েছিতে কোরা প্রতিক্রিয়া
কাজটি ও মুকুমানীর
পরিষে বহুন কোর। সোবা
কাজেতে প্রয়োজন কোর কোর
কাজটি মনে রাখার মতো
একাজটি কাজ। বাহি হচ্ছে
উত্তোলন জ্যোত্ত্বাম
সুবৃত্ত নীলে অগাহন
কোর। সোবুক জামিল
আকবারের একেবার
মাধ্যমে কোর কাজে
প্রকৃতির ধৰ্ম জীবন্ত।
ধীমান বাবুর বিশালের
প্রকৃতি থেকে একেবার
মাধ্যমের কোর নীল এবং
সোবা কাজে উৎসন্ন পতন
প্রকৃতির এক ধৰ্ম যেন।
আকেজি রহমানের পুরুষী

প্রেস্ট ও ভূট্টো করার মতো কাজ।
নবীন শিল্পদের এই পদ্ধতিমূলক কাজের সাজানেমায়
কাজ রয়েছে। এই শিল্পীরাই যে একদিন বাংলাদেশের
শিল্প আলেকান নেতৃত্ব দেনে, তাতে কোর সদৃহ
নেই। শাম্বুন ভালুম আজাদের তেলুরাঙ 'কাদা মাটি
জল' বাংলাদেশের আবৰ থেকে নয়া এক জৰুৰি
কুণ্ডাস। সাময় সেৱাদেশ শা তেরের 'সুবু'
শিল্পীদের তেলুরাঙের কাজটি, অপূর্ব হস্তুর 'শুম'
তেলুরাঙ, অমানী বৈশীনীর ধৰ্মাতি তেলুরাঙ বিহু
কাহিমিল আকতার কাজলির 'পুরাতন' তেলুরাঙের
কাজগুলো দেখে মন হয় এবা সকলেই নিপুণ হাতের
হোয়ায় জীবনে আবৃত্ত নতুন দ্বৰনের প্রত্যাশী।

আহমেদ নাজির, মজিবুল হক সঞ্জীব দাস মীর
আহমেদুল আলম, মোহামেদ শফিয়ুল্লাহ এবং
প্রত্যেকের মিশ্র মাধ্যমে কাজগুলো মানে বার্ষিক
মতো।
জৰুৰতের অক কিছু কাজের মধ্যে মীরা পালের
'অন্তু' শিল্পীদের আটাটি হফ সহযোগে সৃষ্টি
কাজটি মিজ অভিধৃতে দৃঢ় করেছে। এই অন্দৰোটি
তেলুরাঙে গু সংযোগ তত্ত্ব হন পেয়েছে। কাজিজান
ইসলাম মিলকির মেটল এবং কোর 'বড়বস' নামের
সেনালী আর কাজে কিমারে হেট কাজটি ধৰ্মশীলীর
আরেকটি সেৱা কাজ বলাবে তুল বল হবে ন।
নিমাল বাবুর 'সঙ্গতক্ষণ' কাজটি ও অগুর্ব একটি
কাজ। জাহিদুল ইসলামের 'বীজাম' ভেঙ্কিক
হোলেন হানের উল্লেখ কাজ দৃঢ় সিলেক্ট করা আলো
দৃঢ় কাজ। নামিয়া হক মিত্র কোর 'কোশাজন্ম'।
শিল্পকাটি কাট দিয়ে কোর, পেটি ও পেট পতৰ মতো
একটি কাজ। যার 'সেল' অব হোগোৱেশন' অতিমানীয় সজাগ, তার হাতে তৈরী হতে পারে
কালোজী তাৰুৰ।

শিল্পীদের গালারী আজ থেকে তারে উত্তোলনে
বাংলাদেশের মাটি থেকে বেরিয়ে আসা একচৰ্ছ তত্ত্ব
রক্তের বৰ্ষচৰ্ষ। যারা বিলুক পরিষে কৰে হাতে
চাহে মিজ পুরুষী। যেমন আশুমানুক কোর
বালির ওপৰ হেট হেট কৰ্ম যেগ কৰে পোড়ামাটিৰ
মেলে নেৱাকু বহুন সাজানেকে, তা বাংলাদেশের
হীনয থেকে নেয়া। বাংলাৰ থুক্কি এ থেলন্সিতে
মেলে নাই বৰ্ত তাৰ অৰ এক একত এন্দৰোটি
উঠে এসচৰ যাকে নিয়ে তাৰুৰ অবৰুণ আলোক।
বাহুৰ পুরুষী আকৃত নৰ তাৰে উত্তোলিত
ধৰণ প্ৰেশৰে ভৰপুৰ। বাংলাদেশের শিল্পীদেশীয়া
নিমিয়েই এই নৰ আবিষ্কৃত ভূমে নৰ আনন্দে জোগে
উঠাবে এ হঢ়াশা নৰ, অবশ্যাজীৰী।

Abdul Quddus
Dept. of English
University of Rajshahi



ମଧ୍ୟେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅତିଥିଦେର ସମେ ପ୍ରକାଶରଥାଣ୍ଡ ନବୀନ ଶିଳ୍ପୀରା - ଭୋବେର କାଗଜ

তৃতীয় নবীন শিল্পী চারংকলা প্রদর্শনী শুরু

ମୁନେ ହ୍ୟ ନବୀନ ଶିଳ୍ପୀରା ନିଜେଦେର ପଥ
ଖୁଜେ ବେର କରାର ଚେଷ୍ଟା କରଛେ

—অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

କାଗଜ ଅଭିବେଦନ : ଶିଳ୍ପାଳନ ସମବାଚୀନୀ ତତ୍ତ୍ଵାଳାର ଉତ୍ସାହରେ ତୃତୀୟ ନରିନ ଶିଳ୍ପୀ ତଥାକଳ୍ପିକା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିବାନର ପ୍ରତିବନ୍ଦି ହେଲେ ଯେ ଏଥାପକ ତ. ଅଭିବେଦନାମାନ ପ୍ରକାଶନ ଅଭିବି ହିସେବେ ଏ ଏଥରନିର ଉତ୍ସାହମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଉତ୍ସାହ ବଜ୍ର୍ୟ ରାଖେଣ ।

শিল্পী কাইয়ম মোস্তকীর সভা পত্রিকায় এ
উন্নয়নী অন্তর্ভুক্ত চারকুকুরা প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহণকারী ৫ জন শিল্পীরের পুরস্কৃত করা
হয়। এদের মধ্যে 'প্রেস্ট পুরস্কৃত' লাভ
করেছেন শিল্পী আহমেদ নাথুর, 'আদিব'
শিল্পীর লজেদের পথ খুল বের করার চেষ্টা
করেছেন।

শিল্পী রফিকুল নবী তার বক্তব্যে বলেন,
প্রতিবেদন ছবিগুলো খুব অত্যন্ত অনে হয়ন।
অনেক প্রদর্শনীতে দেখেছি এগুলো। আজ্ঞায়
মনে এবং মন্তব্যের দ্বারা বেশি করা কাজ

সালাম এবং নাসিমা হক মিঠু। বিশ্বের পুরুষর' পেমেনেন শিল্পী বিপুল শাহ আব্দুস্সু সেবাতন হারা ও ফারতনা টেলিমাম মিঠু।

পোতামুখ হারা ও ফরহান ইসলাম মিকা। বলেন, ছাব আকার ব্যাপারে নতুনদের শ্রেষ্ঠ প্রুক্ষার প্রাণ প্রত্যেককে ১০ আগ্রহ আমাদের শিল্পাঙ্গকে পদ্ধতিত হাজার টাকা ও একটি ক্রেক্ট এবং বিশেষ করবে।

শিল্পাঞ্চল আয়োজিত তত্ত্বায় নবীন
শিল্পীদের প্রতিযোগিতায় ১০০ শিল্পীর কাজ
জয় পাদে। এর মধ্যে ১৫ জন নিয়ম

ପଞ୍ଜାବୀ ଆତମୋଗତର ଖୁବ୍ ବେଳେ କଥିଲୁଛି ଶିଳ୍ପୀ ରଫିକୁନ ନବୀ ଏବଂ କ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନିକ ଲିମିଟେଡ-ରେ ନିର୍ବାହି ପରିବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ପଢ଼େ । ଏର ମଧ୍ୟେ ୧୯୫ ଜନ ଶିଳ୍ପୀର ଶିଳ୍ପକର୍ମ ପ୍ରଦଶନିର ଜ୍ଞାନ ମାନୋର୍ଜିତ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରଦଶନି ଚଲାବେ ଆଗ୍ରା ୨୦ ଜୁଲାଇ ଗର୍ଷତ ।

মুক্তি

শেষ কাগজ

ঢাকা পত্রিকার ২ খ্রাবণ ১৪০৫
১৭ জুলাই ১৯৯৮

প্রদর্শনী

শিল্পাঙ্গনে নবীন

এখন আলোর উদ্ভাসনে প্রাণচক্ষুল

ন এখন শিল্পাঙ্গন সমকালীন
চিত্রশালা। ধানমন্ডির ৫ নব্র

সড়কের ২৫ নব্র বাড়ির

আঙ্গীকার গত ১০ জুলাই বিকালে নবীন
শিল্পাঙ্গনের পাশাপাশি অঙ্গ, প্রীতি শিল্পী

ও শিল্পানুগ্রহীদের ডিপ জন্মেছিল।

উপরক্ষ ছিল শিল্পাঙ্গন প্রতিতি তৃষ্ণীয়
নবীন শিল্পী চারকলা প্রদর্শনী ১৯৯৮-এর
উর্বেধন।



শিল্পী : আহমদ নাজির

ছয়জন নবীন চারশিল্পী এবাব পুরস্কৃত
হলেন। তিনজন তিনটি মাধ্যমে প্রেষ্ঠ হৃ
অর্জন করেছেন, তিনজন পেয়েছেন
বিশেষ পুরস্কার। প্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত

তিনজন হলেন আহমদ নাজির, নাসিমা
হক মিস্ট্রি ও আবদুস সালাম। নাজির
মিশ্রমাধ্যমের চিত্রকলার জন। শিল্প

(১)

তার্ক্য মাধ্যমে ও সালাম ছাপাই মাধ্যমে
প্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন। বিশেষ
পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের হৃলেন বিপুল শাহ,
ফারজানা ইসলাম মিকি ও আবদুস
সোবহান হীরা। এরা যথাক্রমে
তেলচিত্র, ভাস্কুল ও ছাপচিত্রের জন্য
পুরস্কৃত হয়েছেন।

তার্ক্যপ্রের পর্য হচ্ছে প্রাণচক্ষুল প্রকাশ,
দোহ, পরিবর্তন অভিনন্দন চেতনার
জ্যগন গাওয়া। শিল্পাঙ্গনের প্রদর্শনীতে
সেই অভিনন্দন সেই নতুনত্ব
অনেকাংশেই সৌগ হ্রিমাগ। মূল
কারণ, নতুন নির্মোহ শিল্পকর্মের
সংখ্যান্বৃত্ত কর। সামাজিক কাজের
মানও নির্মাণ মন হয়েছে। আর
একটিমাত্র তিতি বা চারকর্ম দিয়ে
একজন শিল্পীর সঠিক মান চাচাই করা
যায় না। অথচ স্থান সন্তুষ্টিনামের
কেনো শিল্পীরই একাধিক কাজ প্রদর্শিত
হতে পারেন। বরং মান হয়েছে, স্পেস
অন্যান্য আরো কম ছবি থাকলে ডিসপ্লে
ভলো করা যেতো।

অন্তত প্রেষ্ঠ পুরস্কৃত আহমেদ
নাজিরের চিত্রের শিরোনাম ‘ড্রিম সেট
র’ অ্যাডেলিক প্রথমে আঁকা।

ক্যানভাসের কেলুহলে একটি
শুশ্রামভিত্তি প্রোফাইল অবস্থ। শিল্পী এই
সদৃশ্যকে ডেকেজেন নিচের রঞ্জের ওপর
হলকা রঙের হলেপে। নাজির নিজে
প্রিন্টমেকার। তার এ ধরনের কাজে
ছাপাইধর্মী হিসেক্টও দৃশ্যমান।

মুক্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত নাসিমা
উত্ত কাতিং-এর নাম
জশন। খরগোশ অবয়বের
মিল পাওয়া যায়। শুব মসৃণ
চেলভাবে উপস্থিত এই ভাস্কুল
নেদর্শন আরো বাড়িতে দিয়েছে ক্ষয়ের
প্রাক্তিক ছলনার রেখা।

ছাপাই ছবির জন্য প্রেষ্ঠ পুরস্কার
পেয়েছেন আবদুস সালাম। তার এচিং-
এর শিরোনাম ‘পরিতাত্ত’। প্রকৃতির
এক অতিথ্রুক্ত ভাস্কুল রূপ বিধৃত
হয়েছে এতে। এই কাজটিতে
হতৎক্ষুণ্ণতা আছে যা ছাপাইতে
সঠিকভাবে আনা কঠিক বইকি।

বিপুল শাহ কার্টন আঁকিয়ে হিসেবে
ইতিমধ্যেই পরিচিতি অর্জন করেছেন।
নবীন তেলচিত্র হিসেবেও তার সনাম
অর্জিত হচ্ছে। নিয়মিত ছবি এঁকে
সমবয়সীদের মধ্যে একটা শক্তিপূর্ণ
অবস্থান গড়ে উঠছে তার। তেলচিত্র
ক্রান্তেন হারমিনির জন্য পেয়েছেন
বিশেষ পুরস্কার। কাগজে তেলেরঙে
ক্ষেত্রে একে হেনে। একটি গুহাভূতেরের
ক্ষেত্রে এক দেয়ালের মতো। এই
তিতি আলোহার প্রয়োগে ও দৃষ্টিনদন
নিয়ম রঙের অভিনন্দন সুদৃশ্য এক চির
গড়েছেন শিল্পী।

নবীন ছাপাই আবদুস সোবহান হীরার
ছাপাই ছবি ভাবন ও সময়ের চিরকলা-
১৫। এচিং মাধ্যমে মূল তিনটি
পটভিতজনে অ্যামার্তিক ফর্ম, টেক্সচার
ও রেখার বহুল প্রয়োগে কালো ও বাদামি
বর্ণে ইবাব ছাপাই নিষ্ঠাদেহে সুদৃশ্য
হয়েছে। ফর্ম হিসেবে হাতের পাঁচ
আঙুলের প্রয়োগ এতে নেশি হয়েছে
অতোতে যে, এই বিশেষ ভঙ্গিমা বর্জন
করাই এখন উচিত বলে মন করি।

হীরা পেয়েছেন ছাপাইতে বিশেষ
পুরস্কার।

ফারজানা ইসলাম মিকী মেটালে
‘কল্পোজিশন’ করেছেন। মানব-মানবীর
এক বিশেষ ভঙ্গিমা গড়েছেন যাতে
অপ্য আলোবাসার বদল অতিফালত
হয়েছে। তিনিও বিশেষ পুরস্কার
পেয়েছেন।

গোটা প্রদর্শনাতে ভাস্কুল সমূক মনে
হয়েছে। মুনুল ইসলাম পল, রাশেদুল
হুস, জহিদুল ইসলাম, মিনহাজউদ্দিন
কর্মেল, হাসানুর রহমান রিয়াজ, নেয়ামুল
বারীর ভাস্কুল উচ্চারণ্যে। আশরাফুল
কর্মের মৃৎশিল্প ‘বেদে নোক’।

উপস্থাপনায় খানিকটা নতুন।

চিত্রকলার মধ্যে মোস্তকা শহীদুল
ইসলামের মৃত্যুকার সাথে কথা হয়।
তেলচর চিত্র ভালো কাজের উদাহরণ।
মীরা পালের জলরং টুকরো টুকরো
ছবির সমবয়ক অঙ্গিত্তু লোকটিতের
আধুনিক প্রকাশ। পরিবেশনার ভিত্তা
এই চিত্রকে অ্যাদের চেয়ে আলাদা
করেছে। লোকজ শিল্পের এসব ক্ষমতা
নিয়ে শিল্পী ফাহেজুল আলোকটির কতক
কাজ দেখেছি। জলরং মাধ্যমে
আরিফজামান লিটুর্গি ‘পাখিওয়ালা’
একটি পরিণত কাজ। শিল্পী রফিকুল
নবীর প্রভাব লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও চির
উপস্থাপনায় মজা আছে।

ছাপাই ছবির মধ্যে রফি হকের উকাট
প্রিন্ট ‘জ্যোত্সনা’ ও পুরী অভিনেতৃ
প্রকৃতি থেকে সমূক ছাপাই ছবিরই
বিদর্ভন।

শিল্পাঙ্গনে এই প্রদর্শনাটি শিল্পকলা
একাতোৰ নবীন প্রদর্শনীর কাছাকাছি
সময়ে আয়োজন না করে আরো পার্থক্য
রাখা উচিত। তাতে দুটি প্রদর্শনীর কাজে
বৈচিত্র্য আসবে।

ইবাব ফাতাহ

আ গা মী শ তা দী র সাংগীতিক ২০০০

আর মা
১৩২ দিন

১৭ জুলাই ১৯৯৮ ■ বর্ষ ১ সংখ্যা ১০

শুরু হয়েছে শিল্পাঙ্গনে নবীন মেলা



বাংলাদেশের নবীন চারকল্পীদের কর্মসূচি ও প্রতিভা অব্যেষ্টের জন্য শিল্পকলা একাডেমীর পাশাপাশি একাধিক উদ্যোগী আছেন। বার্জার পেইটস প্রতি বছর আয়োজন করছে পেইটিং প্রতিযোগিতা। ঢাকার মেসরকারি মালিকানাধীন বৃহত্তর গ্যালারি শিল্পাঙ্গন এক বছর অন্তর আয়োজন করছে প্রতিযোগিতামূলক নবীন শিল্পী চারকলা প্রদর্শনী। নবীন শিল্পীদের উৎসাহিত করার এসব প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য অঙ্গশ্য।

শিল্পাঙ্গন ভূটায় নবীন শিল্পী চারকলা প্রদর্শনী ১৯৯৮ শুরু হয়েছে গত ১০ জুলাই অপরাহ্নে। চারকলায় স্থাক থেকে শুরু করে অনুর্ধ্ব পোয়াত্ত্বি বছর পর্যন্ত শিল্পীদের জন্য এই প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী। শান্তিধর্ম শিল্পীর জয়কৃত শিল্পকর্ম থেকে পৌচনবইজ্ঞ শিল্পীর একটি করে শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য মনোনীত হয়েছে।

গত ১০ জুলাই অপরাহ্নে ধনমন্ডির পাঁচ নম্বর সড়কের পথিচ নম্বর বাড়ির সামনের আলিনা ভাড়ে উঠেছিলো নবীন তরণ ও বয়সী শিল্পী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমিলনে। অনুষ্ঠানে শিল্পী রফিকুন নবী পুরকৃত শিল্পীদের নাম ঘোষণা করলে মুহূর্মুহু করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে শিল্পাঙ্গন চতুর। শৈষ্ট তিনটি পুরকৃত অর্জন করছেন - আহমেদ নাজির, নিসিমা হক মিতু ও আবদুস সালাম। যথাক্রমে চিরকলা, ভাস্কুল ও ছাপচিত্রের জন্য পুরকৃত হয়েছেন ওই শিল্পীদের।

তিন মাধ্যমে বিশেষ পুরকৃত পেয়েছেন বিপুল শাহ, ফারজানা ইসলাম শিল্পী ও আবদুস সোহান হীরা। শৈষ্ট পুরকৃতের মূল্যবান দুশ হজার টাকা, বিশেষ পুরকৃতের মূল্যবান পাঁচ হজার টাকা। এছাড়াও ক্যারার ফার্মাসিউটিক্যালসের সৌজন্যে পুরকৃত ছয় জন শিল্পীকে সুদৃশ্য ত্রেন ও সনদপত্র দেয়া হয়েছে।

আজকের নবীন শিল্পীদের শিল্পকর্মে বহুমাত্রিকতার হোয়া। নানা মাধ্যমে ও একাধিক মাধ্যমের মিশ্রণে নবীনদের কাজে অভিনবত্ব আছে, আছে তারপ্রের তুমুল সাহস। আজকের নবীনরাই আগামী শতাব্দীর 'দু' দশক পর এদের শৈষ্ট শিল্পী কর্মতে পরিণত হবেন, দেশে-বিদেশে বীকৃত হবেন, দেশ ও দশের গৌরের বৃক্ষ করবেন। এরই মধ্যে কোন কোন তরুণ শিল্পীদের উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা এদেশে এখনও ক্ষীণ। অথবা নতুন শতাব্দী চ্যালেঞ্জের সামনে উপনীত আমদানির তরুণ শিল্পীরা। নিত্য নতুন উদ্ভাবন, শিল্প প্রকরণে স্বীকীর্তন ও বিশ্ব শিল্পের সাথে সম্মতি শিল্প ভাবনা এদেশে প্রযুক্ত করতে হলে নবীন প্রজন্মের শিল্পীদের আরো সুযোগ ও শীর্কৃতির ব্যবস্থা করতে হবে অর্থজ শিল্পী, শিল্পী সংগঠন, শিল্পানুরাগী ও বিশ্বশালীদের।

শিল্পাঙ্গন ভূটায় নবীন শিল্পী চারকলা প্রদর্শনী ১৯৯৮-এর অন্যতম শৈষ্ট পুরকৃত শিল্পী আহমেদ নাজিরের চিরকর্মের শিরোনাম 'ড্রিম লেট রে'। একেলিক মাধ্যমে ক্যানভেসে আঁকা প্রতীর অভিনিবেশ নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কানভাসের কেন্দ্রস্থলে একটি প্রোফাইল সন্তুষ্ট শিল্পীর আঘাতব্যবর। এতে বহু বৈচিক দেলাচল, টোন ও টেক্সচার মিলে এমনই অভিনবত্ব এসেছে যে, অবয়বিক বিনাম পরিবর্তিত হয়ে গেছে। নাজির নিজে ছাপচিত্রী। ফলে ছাপচিত্রের কর্তৃক প্রয়োগ এই চিরকে সৌন্দর্যময় করেছে।

নাসিমা হক কাঠেদাই ভাস্কুল পেয়েছেন, যার শিরোনাম 'ক্ষেপাজিশন'। একটি আগুয়ান খরগোশের রূপ বিবরিত হয়েছে। কাঠের স্বত্বাত্ত্বে কেরচার ও ভাস্কুরের নিপুণ হাতে মসৃণতার প্রয়োগে মিনিমাইজ এই অবয়ব দারুণ সার্থকতা পেয়েছে। এর জন্যই মিতু পেয়েছেন অন্যতম শৈষ্ট পুরকৃত।

আবদুস সালাম এচিং মাধ্যমে ছাপাই করেছেন, শিরোনাম 'পরিভ্যজ'। মনোক্রম কালারে বহু রকম ইকেষ্ট এনেছেন। দুটি গাজর ও বৃক্ষের অবয়ব দিয়ে বিরচিত কাজ। বিষয় ও বিন্যাসে কাজটিতে নতুনত্ব আছে বলেই অন্যতম শৈষ্ট পুরকৃত অর্জন করেছেন এর শিল্পী।

বিশেষ পুরকৃত শিল্পীদের বিপুল শাহ'র চিরকর্মের ব্রেকেন হারমনি'। হ্যাওনেড কাগজে আঁকা তেলরং চির। আলো ছায়ার চমকণের ফটোগ্রাফিক প্রয়োগ ও রঙের পরিমিতি

বৈধ চিত্রটিকে দৃষ্টিন্দন করেছে।

আক্ষর্যে বিশেষ পুরকৃত পেয়েছেন ফারজানা ইসলাম শিল্পী। নেটলে গড়েছেন ক্ষেপাজিশন। উপবেশনবরত নারী ও পুরুষের এক শাখত সুনীমা উপস্থাপিত হয়েছে। ছোট মেটাল ভাস্কুরে শিল্পী। কর্মশূলতা সার্থকভাবে ধূকাশ পেয়েছে।

আবদুস সোবহান হীরা আরেকজন বিশেষ পুরকৃতাঙ্গ শিল্পী। এচিং মাধ্য আঁকা 'জীবন ও সময়ের চিরকলা' শীর্ষক ছবিটিতে চলমান সময়ের অঙ্গীরতা ও তাকরের প্রতিবাদী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনটি সব অ্যাভাকার খালে ও তার নিচে এক হ্রাইজেন্টাল গড়নের একটি বিন্যস্ত রূপ। জ্যামিতিক নানা ফর্মের সাথে টেক্টেম ফর্ম ও টেক্সার সমৃক্তায় একাধিক অব্যব ও হাত উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। নিটোল একটি ছাপাই ছবি।

পুরকৃত না পেলেও ভালো লেগেছে মোহাম্মদ

মোজিফা শহীদল ইসলামের তেলচিত্র 'মুক্তিকান সাথে কথা হয়', দীরা পালের জল বং ছান 'অভিভু' রফি হকের উডকট প্রিন্ট 'জ্যোত্সনা', সামসুল আলম আজাদ-এর তেলচিত্র 'কাদা মাঝি জল' সুনীল হাওলাদারের 'উত্তৰ', সায়াম ফেরদোস শাওনের 'সময়-২ আরিফজামান লিটু জল বং 'পাখিওয়ালা', রশীদ আমিনের ছাপচিত্রে 'প্রকৃতি' থেকে 'মীরা আহসানে দরিশিম 'প্রণয়', শাহজাহান আহমেদ বিকাশের 'অবয়ব তেলচিত্র', হাসানুর বিয়ান বিয়াজের ভাস্কুল শয়াবনত, জাইদল ইসলামের ভাস্কুর 'বীরাম', রাশেদুল হুসেন ভাস্কুর 'ক্ষেপাজিশন', মিনহাজ উদ্দিন কনেলের মুরশিদ 'সীমান্ত ছুঁয়েছি', আশৰাফুল করিমের 'বেদে নৌকা' ইত্যাদি।

নবীন শিল্পীদের প্রদর্শন একেবার কাজের বিশ্বিভাগই আগে একাধিকবাব প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে বিশ্বয়ানিষ্ট হ্রাস কিছু ছিল না। প্রদর্শনীর আর একটি দুর্বল দিক হলো, জায়গা বৃলনায় কাজের স্বত্যাধিক। বেশ কতক কাজ বাছাইয়ের বেড়ি পার হওয়ার মতো মানোবীর্ণ মনে হলো না। আর শিল্পাঙ্গন প্রকৃশিত প্রোশ্যারটি আরো সমৃদ্ধ হলে ভালো হতো।

নবীন শিল্পীদের এই প্রদর্শনী আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বাত ৮টা অব্য দর্শকদের জন্য উন্নত থাকবে।

জাহিদ মুস্তাফা